প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্তরভিত্তিক শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ

বিদ্যালয়ে নানা ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। তাদের শিখনের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। কেউ দ্রুত শেখে, কেউ ধীরে শেখে। আবার কেউ কেউ থাকে অনেক পিছিয়ে। এই ধরনের শিখন ব্যবধানের কারণে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা একটা সময় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে বা ঝরে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

নানা কারণে একজন শিক্ষার্থী অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে। যেমন- ঐ শিক্ষার্থীর প্রতি শ্রেণি শিক্ষকের মনোযোগ না দেওয়া, তার চাহিদা অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা না করা, শিক্ষার্থীর শিখনের সীমাবদ্ধতা বা ধীরগতি, পাঠের বিষয়বস্তু বা উপকরণ আকর্ষণীয় না হওয়ার ফলে আগ্রহ হারানো ইত্যাদি। আবার পরিবারে লেখাপড়ায় সহায়তা করার লোক না থাকা, পরিবারের অসচেতনতা বা দারিদ্র্যের কারণে বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিতির কারণেও একজন শিক্ষার্থী শ্রেণির অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে।

কারণ যাই হোক, এ ধরনের পিছিয়ে পড়ার ফলাফল মোটেই ইতিবাচক নয়। উপরে যেমন বলা হলো এ ধরনের শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে সবচেয়ে বেশি। এর বাইরেও এভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিখন দক্ষতার অনেক কিছু অর্জন করা সম্ভব হয় না। ফলে পরবর্তী পর্যায়ের শিখনের ক্ষেত্রে সে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কোনো শিক্ষার্থী যুক্তবর্ণ চিনতে বা লিখতে না পারে তাহলে তার শব্দ পড়তে বা লিখতেও সমস্যা হবে। একইভাবে, যদি কোনো শিক্ষার্থী যোগ-বিয়োগ করতে না পারে, তাহলে তার পক্ষে গণিতের পরবর্তী দক্ষতাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে না।

সুতরাং এ ধরনের সমস্যার প্রতিকার প্রয়োজন। এ বিষয় বিবেচনা করেই বর্তমানে নানা ধরনের শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। এ রকম একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্তরভিত্তিক শিখন। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা বা পারগতার মাত্রা অনুসারে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সাধারণত একটি শ্রেণিতে তিন ধরনের শিক্ষার্থী দেখা যায়- অগ্রসর শিক্ষার্থী, মাঝামাঝি পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী। এই তিন ধরনের শিক্ষার্থীকে তাদের অবস্থান অনুযায়ী পাঠদান করে একটা পর্যায়ে তাদের মধ্যে সমতা স্থাপন এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

পদ্ধতিটি কীভাবে বাস্তবায়ন হয়? এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়নের জন্য বছরের শুরুতেই সকল শিক্ষার্থীর ওপর একটি বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়, যাকে বলা হয় বেসলাইন সার্ভে। ধরা যাক, দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে উঠেছে। তাহলে তাদের সবারই দ্বিতীয় শ্রেণির নির্ধারিত শিখন দক্ষতাসমূহ অর্জন করার কথা। তাহলে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতার মাত্রা যাচাইয়ের জন্য বছরের শুরুতেই দ্বিতীয় শ্রেণির শিখনফলের আলোকে একটি মূল্যায়ন বা জরিপ পরিচালনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নে সবগুলো শিখনফলই অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন প্রতিটি শিশুর ওপর আলাদাভাবে হওয়া আবশ্যক।

ধরা যাক, বাংলা বিষয়ের জরিপ করা হবে। এক্ষেত্রে তার পঠন দক্ষতা যাচাই করতে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী বাংলা টেক্সট পড়তে দেওয়া যেতে পারে। সেখানে দেখা হবে সে বর্ণ চেনে কিনা, যুক্তবর্ণ চেনে কিনা, শব্দ পড়তে পারে কিনা, বাক্য পড়তে পারে কিনা, বাক্য পড়ে বুঝতে পারে কিনা ইত্যাদি। এই দক্ষতাগুলোর প্রত্যেকটি যাচাই করে শিক্ষার্থীর নামের বিপরীতে চেকলিস্ট পূরণ করতে হয়। একইভাবে তার লিখন দক্ষতা, শ্রবণ দক্ষতা, বলার দক্ষতা যাচাই করে চেকলিস্ট পূরণ করতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এভাবে যাচাই করে বেসলাইন সার্ভে সম্পূর্ণ করতে হয়।

প্রতিটি বিষয়ে বিষয় শিক্ষকরা এরকম আলাদা আলাদাভাবে বেসলাইন সার্ভে সম্পন্ন করার পর কোন কোন শিক্ষার্থী কী কী দক্ষতা অর্জন করেছে এবং কোন দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারেনি তার তালিকা তৈরি করতে হয়। এই তালিকার ভিত্তিতে অগ্রসর শিক্ষার্থী, মাঝারি ধরনের পারগ শিক্ষার্থী ও পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা যেসব দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে আছে তার তালিকা তৈরি করতে হয়। দলগুলোকে আলাদা আলাদা নাম দেওয়া যেতে পারে। নামগুলো শিশুদের উপযোগী যেমন, বিভিন্ন ফুলের নাম, পাখির নাম, গাছের নাম ইত্যাদি দিয়ে হলে ভালো হয়।

এবার বছরের শুরুতে যখন নতুন শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুরু হবে তখন দলগুলোর চাহিদা অনুসারে তাদের জন্য শিখন পরিকল্পনা করতে হয়। প্রথমেই একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হয় যে, কত সময়ের মধ্যে দলগুলোর মধ্যকার শিখন ব্যবধান কমিয়ে সমতাস্থাপন করা হবে। ধরে নেওয়া যাক, বছরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতাস্থাপন করা হবে। তাহলে তিন মাসের একটি শিখন পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেখানে কোন দলকে কী কী দক্ষতা অর্জন করানো হবে তারও পরিকল্পনা থাকতে হবে। এবার এই তিন মাস সময়কে ভাগ করে মাসিক বা পাক্ষিক পরিকল্পনা করতে হবে, যেখানে প্রত্যেক মাস বা পক্ষের জন্য স্তরভিত্তিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে। পাক্ষিক স্তরভিত্তিক পরিকল্পনা অনুসারে আবার দৈনিক স্তরভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। তবে এখানে বিবেচ্য বিষয় যে, এসব পরিকল্পনায় বিভিন্ন দল বা স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা কাজ বা শিখন দক্ষতা নির্ধারিত থাকলেও তার জন্য আলাদা আলাদা বিষয় বা পাঠের দরকার নেই। একই পাঠের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দলকে আলাদা আলাদা দক্ষতা বা শিখনফল অর্জন করানো যায়। যেমন, 'ছয় ঋতু' পাঠের মধ্য দিয়ে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তবর্ণ চিহ্নিত করা, যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি, শব্দার্থ লেখা ইত্যাদি কাজ দেওয়া যেতে পারে। মাঝারি পারগ শিক্ষার্থীদের জন্য শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন, বাক্য/অনুচ্ছেদের অর্থ বা মূলভাব তৈরি করা ইত্যাদি কাজ দেওয়া যেতে পারে। অগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, বাক্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি কাজ দেওয়া যেতে পারে। এভাবে একই পাঠ থেকে বিভিন্ন দলের চাহিদা ও পারগতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজ দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যায়।

এক পক্ষ বা মাস শেষে ঐ পুরো সময় ধরে যে-সব বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার ওপর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে দেখতে হয় শিক্ষার্থীদের পারগতার অবস্থা। পাক্ষিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী আবার পরবর্তী পাক্ষিক বা মাসিক পরিকল্পনা করতে হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেওয়া যায়।

এভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সকলকে একই স্তরে নিয়ে আসা গেলে পরবর্তীকালে আর স্তরভিত্তিক পাঠের প্রয়োজন হয় না। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতাস্থাপনের পরেও নিয়মিত পাক্ষিক বা মাসিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, যাতে বোঝা যায় যে শিক্ষার্থীদের উন্নতি যথাযথ হচ্ছে কিনা। যদি এ ক্ষেত্রেও পরবর্তীকালেও এ ধরনের ব্যবধান দেখা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে স্তরভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় যাতে সৃষ্ট ব্যবধান দূর করা যায়। এ ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন ব্যবধান কমিয়ে এনে সবাইকে সমান্তরালে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

শাহরিয়ার শফিক, ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই
সংযুক্ত কর্মকর্তা, a2i প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আদর্শ বিদ্যাপীঠ রূপে গড়ে উঠেছে

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখীকরণ, শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি, মা/অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, ভর্তি উপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ, ঝরে পড়া রোধসহ নানাবিধ কার্যক্রম করে যাচ্ছে। এর ফলে হবিগঞ্জে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকার ৫০টি বিদ্যালয়ে একই সময়ে পরিচালিত হচ্ছে এসেম্বলি এবং শিক্ষার্থীরা হাজার কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এর পাশপাশি আছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে বসানো ও দলীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ। আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে চলে পাঠদান। পাঠাদানে ব্যবহার করা হয় শিক্ষা উপকরণ। ছাত্র-ছাত্রীর আঁকা ছবি, কবিতা, গল্প ও কৌতুক দিয়ে তৈরি করা হয় দেয়ালিকা। বিদ্যালয়ে পালিত হয় বিভিন্ন জাতীয় দিবস। জাতীয় দিবসে আয়োজন করা হয় বিতর্ক, রচনা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা ও দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান। এই সকল কার্যক্রম ছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছে ফুলের বাগান। বাগান দেখে শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনে যেমন প্রশান্তির ছোঁয়া লাগে, ঠিক তেমনি আশেপাশের মানুষও প্রফুল্ল হয়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে পাঠাগার এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য স্থাপন করা হয়েছে দোলনা, স্লিপারসহ আরো অনেক

কিছু। এখন বিদ্যালয়ে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বিদ্যালয়ের এ পরিবর্তনের জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এসএমসি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে করেছে সভা-সেমিনার। এর ফলে সচেতনতা বেড়েছে। এখন এসএমসি ও অভিভাবকরা নিয়মিত লেখাপড়ার খোঁজখবর নেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের লবিংয়ের ফলে বিদ্যালয়ের পরিবর্তনের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। তেঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

মাহফুজুর রহমান

বেইসলাইন প্রতিবেদন

ধলীগৌড়নগর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

লালমোহন, ভোলা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্মএলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নের ২০১৩ সালে জরিপ কাজের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৯,৭২৫টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৮,৬৯২টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৪৪,৪২৭ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ৪০,৯১৯ জন। ২০১৩ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৪.৫৭ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৭১ জন। ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১১,১০১ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৫,২৯৭ জন এবং ছেলে ৫,৮০৪ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৭,৬৪২ জন (মেয়ে ৩,৮৮১, ছেলে ৩,৭৬১)। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৭,২৮৩ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ৩,৬৬২ জন এবং ছেলে ৩,৬২১ জন।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	পুরুষ	নারী	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	২,৯৯৫	২,৮৫১	৫,৮৪৬	৪৮.৭৭
৬ – ১২ বছর	৩,৮৮১	৩,৭৬১	৭,৬৪২	৪৯.২১
১৩ থেকে ১৮ বছর	৩,২২০	২,২৪৭	৫,৪৬৭	৪১.১০
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৯,৬৬৭	৮,৯৪৯	১৮,৬১৬	৪৮.০৭
৪৬ থেকে ৬০ বছর	২,২৮৯	২,২৭০	৪,৫৫৯	৪৯.৭৯
৬০+ বছর	১,৩৩৮	৯৫৯	২,২৯৭	৪১.৫০
মোট:	২৩,৩৯০	২১,০৩৭	৪৪,৪২৭	৪৭.৩৫

তথ্যসূত্র: ধলীগৌড়নগর ইউনিয়ন খানাজরিপ, ডিসেম্বর ২০১৩

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ২১৭ জন। অনার্স পাস করেছেন ১১৫ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ৩৮৬ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ১,০৮১ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,৭২০ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৭০৫ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৭৯৩ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৬,৬৫৬ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৮,৫৬৫ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	৩,৬২১	৩,৬৬২	৭,২৮৩	৯৫.৩০
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু	২৪৪	১১৫	৩৫৯	৪.৭০
মোট:	৩,৮৬৫	৩,৭৭৭	৭,৬৪২	১০০
৬-১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৮৬৮	২,৮৬৪	৫,৭৩২	৯৪.৯৫
৫-১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩,৭৯৭	৩,৮১৪	৭,৬১১	৯২.৪০
৪-৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২১৬	১৯৯	৪১৫	১৬.৯৭

তথ্যসূত্র: ধলীগৌড়নগর ইউনিয়ন খানাজরিপ, ডিসেম্বর ২০১৩

বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৩৫৯ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০৯ জন করে রয়েছে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৫ জন এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৩ জন বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৫৭ জন (মেয়ে ২২, ছেলে ৩৫) প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৪০ জন (মেয়ে ১৩, ছেলে ২৭) বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৭০.১৭ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৮৯.২৮ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭৯.৫ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৫.৪ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৩.৩ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ১.৮ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,৭৯৭ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৮৮৯ জন এবং ছেলে ৯০৮ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিসহ সকল শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট ১,৬৮৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে ৮৭৯ ও ছেলে ৮০৭ জন। তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ১,২৬৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৮৫ জন মেয়ের বিপরীতে ৫৮৪ জন ছেলে। চতুর্থ শ্রেণিতে ৪১১ জন ছেলে শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৪৭৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৭৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪০৮ জন মেয়ে ও ৩২৪ জন ছেলে।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নের ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসাবে ৮১.৬ শতাংশ। ২টি আধাপাকা (৫.৩ শতাংশ) এবং ৫টি কাঁচা (১৩.২ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ১৫টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসাবে ৩৯.৫ শতাংশ। ১৩টি (৩৪.২ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ১০টি (২৬.৩ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নের ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসাবে তা ২১.১ শতাংশ। ২২টি বিদ্যালয়ে (৫৭.৯ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ১টি (২.৬ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শুধু মেয়েদের জন্য টয়লেট ব্যবস্থা রয়েছে। ৭টি (১৮.৭ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৮	২১.১	ব্যবহার উপযোগী	৩	৭.৯
উভয়েই ব্যবহার করে	২২	৫৭.৯	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	২০	৫২.৬৩
শুধু মেয়েদের জন্য	১	২.৬	ব্যবহারের অনুপযোগী	৮	২১.০৫
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৭	১৮.৭	টয়লেট নেই	৭	১৭.৭
মোট	৩৮	১০০	মোট	৩৮	১০০

তথ্যসূত্র: ধলীগৌড়নগর ইউনিয়ন খানাজরিপ, ডিসেম্বর ২০১৩

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে ৯,৭২৫টি খানায় মোট ৪৪,৪২৭ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২০.৫ শতাংশ পরিবার খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসাবে ২০১৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৪.৯৫ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার বিবেচনায় ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৮,৫৬৫ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আবদুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৩ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষকরা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে খুবই আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার স্বার্থে ছোট ছোট সমস্যা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছে। হোগলা ইউনিয়নে পাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ তিনটি। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন দেখা দেয়। স্থানীয় জনগণ, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক এবং এসএমসি সম্মিলিত উদ্যোগে বিদ্যালয় ভবনের ছাদের উপর শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের রুটিন মেইনটেন্যান্স তহবিল থেকে

বাঁশ-কাঠ ও পিলারের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হোগলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম খোকন চার বান টিন প্রদান করেন। এভাবে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য একটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা সম্ভব হয়।

মেনকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা-এর সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২ জুলাই ২০১৭ তারিখে নেত্রকোনার দুর্গাপুর ইউনিয়নের মেনকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় মা সমাবেশ। মেনকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি আব্দুর রহমান তারা মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পারভীন আক্তার, দুর্গাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহীনুর আলম সাজু, উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাহিদা ইয়াসমীন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি কম্প কান্তি ম্রং। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। মুখ্য আলোচক ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল চক্রবর্তী, ডা. মোঃ শাহাব উদ্দিন, আলহাজ্ব মোঃ জামাল উদ্দিন প্রমুখ। সমাবেশে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ জন মা উপস্থিত ছিলেন। মায়েদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেন হাজেরা

খাতুন। সভায় বক্তারা ঝরেপড়া রোধ, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মায়েদের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটিকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

কমিউনিটির উদ্যোগে প্যারা-টিচার নিয়োগ

সেরা গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী সংস্থা হিসেবে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটিকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করার জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। কর্মএলাকায় নিজ নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য অভিভাবক বিশেষ করে মায়েরা সচেতন ও সচেষ্ট রয়েছেন। তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার স্বার্থে শিক্ষক সংকটসহ ছোট ছোট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে উক্ত এলাকায় অনেকগুলো বিদ্যালয়ে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তেমনি একটি বিদ্যালয় হচ্ছে পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের হাটকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে পাঁচজন শিক্ষককের মধ্যে চারজন শিক্ষক রয়েছেন। একজন শিক্ষক মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় শিক্ষকের সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষক সংকট মেটানোর জন্য

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ স্থানীয় জনগণ, শিক্ষক ও এসএমসি'র সঙ্গে বিভিন্ন সভায় আলোচনা করে। এর ফলে অভিভাবক, এসএমসি'র মিলিত প্রচেষ্টায় মাস্তরা বেগম নামে একজন নারীকে প্যারা-টিচার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। স্থানীয় অনুদানের ভিত্তিতে তার বেতন দেওয়া হবে।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে চর কালাচাঁদ আয়শা খাতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট

ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে অবস্থিত চর কালাচাঁদ আয়শা খাতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। লালমোহন থেকে মঙ্গল সিকদার যাওয়ার মূল রাস্তার পাশে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠটি অযত্নে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ের মাঠটি নিচু হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এর ফলে বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারে না। বিষয়টি ধলীগৌড়নগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নজরে আসে। পরবর্তীকালে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ধলীগৌড়নগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় তুলে ধরা হয়, চর কালাচাঁদ আয়শা খাতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কাজ স্বাচ্ছন্দ্যে সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যালয়ের মাঠটি ভরাট করা একান্ত জরুরি। সেই সভায় ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম মিন্টু মিয়া অঙ্গীকার করেন যে, তিনি যত দ্রুত সম্ভব

বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করবেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি খাতের বরাদ্দ থেকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করে দেন। মাঠে এখন আর পানি জমে থাকে না। শিক্ষার্থীরা মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা করে। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, এভাবে যদি প্রতিটি এলাকায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কাজ করে তাহলে প্রতিটি বিদ্যালয় মডেল বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠবে।

মধ্য চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে কৌশলী উদ্যোগ

ভোলার মধ্য চরকালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিফটে শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত উপস্থিতি ও ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা এখন আর নেই। অনেক দিন ধরেই বিদ্যালয়ে এই সমস্যা চলছিল। কিন্তু কোনোভাবেই বিষটির সুরাহা করা যাচ্ছিল না। এই বিষয়টি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, বিদ্যালয়ের এসএমসি ও শিক্ষকরা বেশ চিন্তায় পড়েন। সমস্যা থাকলে তা সমাধানের উপায়ও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রথমেই সমস্যার কারণ খুঁজে বের করা হয়। দেখা যায়, দুপুরের বিরতিতে অনেক শিক্ষার্থীই বাড়ি গিয়ে খাওয়ার পর আর বিদ্যালয়ে ফিরে আসে না। শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণও তাই। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও শিক্ষকরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেন। তারা বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার তাদের সঙ্গে দিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করেন। অভিভাবকরাও এতে সম্মতি দেন। ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার নিয়ে আসতে শুরু করে। আগে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণে অমনোযোগী ছিল, ক্ষুধার

কারণে অনেকের মেজাজ থাকত খিটখিটে। কিন্তু এখন আর তা নেই। এই কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিয়মিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠছে বিদ্যালয়। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

চরসামাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তারদের প্রতীকী স্বাস্থ্যপরীক্ষা কার্যক্রম

ভোলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের ৫৫ নং চর সামাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৭ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো ক্ষুদে ডাক্তারদের প্রতীকী স্বাস্থ্যপরীক্ষা কার্যক্রম। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা শারমিন জাহানের পরিচালনায় পার্শ্ববর্তী কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সহকারী মোঃ ইকবালের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ক্ষুদে ডাক্তার রিয়াজ, মনিকা, মুক্তা, আনাছ, হাসনাইনের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপসহ অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রতীকী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে চরসামাইয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ ও এসএমসি সভার মাধ্যমে অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব, অশিক্ষার কুফল, স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, সচিবসহ অন্যান্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে ধারণা দেয়। এসব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার ফলে

অভিভাবকরা সচেতন হয়েছেন। নিজ নিজ সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, লেখাপড়া করে একদিন ওরাও ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সঠিক পরিচর্যা পেলে একদিন এ স্বপ্ন বাস্তবরূপ নেবে এই প্রত্যাশা সকলের।

হারুন উর রশীদ, নাহিদ আহমেদ তারেক, জাকির হোসেন

শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোছা. হাসিনা পারভীন

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ইউনিয়নের যোগীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছা. হাসিনা পারভীন। তিনি এলাকার একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াতে খুব ভালোবাসেন। শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ অনেক বেশি থাকায় এলাকার লোকজন তাকে মুন্সিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি নির্বাচিত করেন। নদীভাঙনকবলিত এলাকা হওয়ার কারণে এখানকার ছেলেমেয়েরা পড়ালেখার প্রতি তেমন আগ্রহী ছিল না। এ অবস্থায় তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবক ও মায়েদের সঙ্গে কথা বলতেন, যাতে তারা সন্তানদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠায়। এছাড়া তিনি গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিনামূল্যে তার বাড়িতে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য হতে পেরে আমি শিশুদের শিক্ষার জন্য অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষাসফরে গিয়েছি। সেখানে মডেল বিদ্যালয় পরিদর্শন

করেছি। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে আমি আমার বিদ্যালয়ে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। এছাড়া আমি আমার বাড়িতে একটি স্কুল দিয়েছি। সেখানে আমি আনন্দদায়ক পাঠদানের ব্যবস্থা করেছি, ছেলেমেয়েদের ছড়া, গান ও নাচের মাধ্যমে পাঠ আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করি। এতে তারা আগ্রহের সঙ্গে পড়ালেখা করে থাকে।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান উপজেলা শ্রেষ্ঠ এসএমসি সভাপতি নির্বাচিত

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের ধনারুহা গ্রামের বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান। শিক্ষার প্রতি তার অগাধ টান। শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানেই অনিয়ম দেখতেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। এভাবে তিনি এক পর্যায়ে ২০১১ সালে ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি হিসেবে ২০০৮ সাল থেকে যুক্ত আছেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় ওরিয়েন্টেশন ও শিক্ষাসফরের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নের কলাকৌশল জানতে পারেন এবং তা তিনি নিজ বিদ্যালয়ে কাজে লাগাতে শুরু করেন। তিনি প্রতিদিন সকাল নয়টার মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন এবং শিক্ষকরা কখন বিদ্যালয়ে আসেন, দৈনিক সমাবেশ কখন ও কোন নিয়মে করা হয়, শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন কিনা ইত্যাদি দেখেন। যেদিন বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক ছুটিতে থাকেন

সেদিন তিনি নিজেই ক্লাস নেন। তিনি বিদ্যালয়ে গেলেই ছাত্র-ছাত্রীরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে কোনো ভিজিটর, শিক্ষা অফিসার, ডিপিও যেই আসুন না কেন তাকে সর্বদাই বিদ্যালয়ে পেয়ে যান। এভাবে কাজ করে তিনি ২০১৪ সালে উপজেলা ও জেলায় শ্রেষ্ঠ এসএমসি সভাপতি, ২০১৫ সালে উপজেলায় শ্রেষ্ঠ এসএমসি সভাপতি, ২০১৬ সালে উপজেলায় শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী এবং ২০১৭ সালেও উপজেলায় শ্রেষ্ঠ এসএমসি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

মুন্সিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তনে সহায়তা করছে মা সমাবেশ

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুন্সিরহাট গ্রামে অবস্থিত মুন্সিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি বন্যা কবলিত এলাকায় অবস্থিত। মুন্সিরহাট গ্রামের মানুষ পূর্বে ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার প্রতি তেমন উৎসাহী ছিল না। এখানে পড়ালেখা করা অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে চর এলাকা থেকে আসে। ছেলে-মেয়েরা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসে কিনা, পড়ালেখা করে কিনা, অভিভাবকরা কখনোই তার খোঁজখবর নিতেন না। এমনকি ছেলেমেয়েরা বাড়িতে গিয়েও পড়ালেখা করত না। বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হলে অধিকাংশ মায়েরা বিদ্যালয়ে আসতেন না। এরই মধ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হলো। যখন থেকে বিদ্যালয়টিতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে মা সমাবেশ করা হলো তখন থেকেই মায়েদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া শুরু হলো। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেন। এছাড়া শিক্ষকরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে

খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেন। এখন মা সমাবেশ করা হলে দেখা যায়, প্রায় সকল শিক্ষার্থীর মায়েরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ বলেন, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সাঘাটা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার মধ্যে মা সমাবেশ একটি মহৎ উদ্যোগ।

রিতি আক্তার

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশে ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে ডিএফআইডি'র অর্থায়নে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এলাকায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ স্বেচ্ছায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়নে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় পর্যায়ে ভালো বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি। এ বিদ্যালয়ে মোট ৩৫৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮৫ জন ছাত্রী ও ১৬৯ জন ছাত্র এবং ছয়জন শিক্ষকের মধ্যে চারজন নারী ও দুইজন পুরুষ। এর মধ্যে দুইজন শিক্ষিকা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ বিষয়ে প্রথমে প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর ৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অভিভাবক সভায় মেধা তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের খাতা-কলম এবং শুধু পঞ্চম শ্রেণির ৫৫ জন শিশুকে জ্যামিতি বক্স প্রদান করা হয়।

এ সভায় ছুটিতে থাকা শিক্ষক কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন

কথায় বলে, দশের লাঠি একের বোঝা। এই কথাটি সবাই স্বীকার করে। একজনের পক্ষে বড় ধরনের কাজ করা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি একার পক্ষে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করাও সম্ভব নয়। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। হবিগঞ্জের নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন মহলে দেনদরবার করে আসছে। এ এলাকার একটি বিদ্যালয় হলো পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ বিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এসএমসি'র সঙ্গে মিটিংয়ের পাশাপাশি অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং শিশুর মেধা বিকাশে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করছে। একটু বৃষ্টি হলেই বিদ্যালয়ের মাঠে পানি জমে। বিষয়টি বিদ্যালয়ের এসএমসি'র দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক অর্থ প্রয়োজন। কীভাবে অর্থের যোগান দেওয়া যায় সেই বিষয়ে সবাই চিন্তিত। সেই মুহূর্তে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ের এসএমসিসহ প্রধান শিক্ষককে এ সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা বরাবরে একটি লিখিত আবেদন করতে বলেন। এরপর এ

সমস্যা নিয়ে উপজেলা পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ এক বছর যাবৎ দেনদরবার করে সমাধান মেলে। এখন বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যেমন ভালো, তেমনি শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিয়মিত। বিদ্যালয়টি ঝরে পড়া রোধে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

কমিউনিটির উদ্যোগ শুধু প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তবে রূপান্তর

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের দাতাসংস্থা ডিএফআইডি'র প্রতিনিধিবৃন্দ ১০ থেকে ১২ জুলাই ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত হবিগঞ্জে এসেড পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এর পাশাপাশি তেতৈয়া, আব্দুল্লাহপুর, উত্তর চরহামুয়া ও বাতাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় অতি বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাটের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। এ কারণে পরিদর্শকদল তেঘরিয়া ইউনিয়নের হাওরঘেরা

আব্দুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে দীর্ঘ ১ কিলোমিটার কাদাযুক্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে পৌঁছেন। বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দৃষ্টিগোচর হয়। এ বিষয়ে ওয়ার্ড মেম্বারের সঙ্গে আলোচনা করেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তেঘরিয়ার ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে বিষয়টি অবহিত করেন। ইউপি চেয়ারম্যান এক মাসের মধ্যে ইটের রাস্তা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। যেই কথা সেই কাজ। রাস্তাটি সংস্কার করার ফলে এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ স্বাচ্ছন্দ্যে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে পারে। এলাকাবাসীসহ সকলেই এখন খুব খুশি।

মাহফুজুর রহমান, কাজল সমাদ্দার

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে আসলাম ও আবির নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে

প্রতিবন্ধিতা জয় করে আসলাম ও আবির প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসে। প্রতিবন্ধিতাকে তারা এখন আর সমস্যা মনে করে না। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের চকশ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু আসলাম ও আবির। তারা এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। আসলামের মা শাহানারা খাতুন ও বাবার নাম ময়েছ উদ্দীন এবং আবির হোসেনের মা রেহেনা খাতুন ও বাবা আলতাব আলী। আসলাম ও আবির দুইজন জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হালিমা খাতুনের প্রচেষ্টায় তারা ভর্তি হলেও বিদ্যালয়ে ঠিকমতো আসত না। এমনকি মা-বাবাও তাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো একটা ঝামেলা মনে করতেন। এভাবেই তারা অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করত। এই বিষয়টি প্রধান শিক্ষক এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া, সহ-সভাপতি মীর ফারুক হোসেন, সদস্য পারুলা খাতুনকে অবহিত করলে তারা এই বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে পৃথকভাবে সভার আয়োজন করেন। সভায় ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে অভিভাবকদের সচেতনতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টিতে কাউন্সিলিং এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসে দেনদরবার করে তাদের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। শিক্ষা উপকরণ ও হুইল চেয়ার পেয়ে আসলাম ও আবির এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা খুব খুশি হয়েছে। তারাও এখন বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসছে।

পুরন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝরেপড়া রোধে মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের পুরন্দরপুর গ্রামে ১৯৬৭ সালে স্থাপিত হয় পুরন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে ৯ জন শিক্ষক, ছাত্র ১৮৯ জন ও ছাত্রী ১৬২ জন। অবকাঠামো মোটামুটি ভালো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা. শিরিনা খাতুন। তিনি এসএমসি সভাপতি রাইহান উদ্দীন ও পিটিএ সভাপতি আলাউদ্দীনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি ভালো মানে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যালয়ের এসএমসি, পিটিএ ও সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সভা এখন নিয়মিত হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি-পিটিএ'র সদস্যরা 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শনে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা এই বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন ও সহযোগিতা করেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি-পিটিএ যৌথভাবে মা সমাবেশ, শিশুদের হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। কোনো শিশু একদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিভাবকের কাছে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাওয়া

হয়। কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানের জন্য সহযোগিতা করা হয়। এছাড়াও ঝরে পড়া রোধকল্পে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানা ধরনের উদ্যোগ নেয়। ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের গড় উপস্থিতি শতকরা ৯৯ ভাগ। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে ঝরেপড়া রোধে মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এই বিদ্যালয়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

কমিউনিটির উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিকল্প শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ভৈরব নদের কোলঘেঁষে স্থানীয় উদ্যোগে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০১৬ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে ২৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ও চারজন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ে কমিউনিটির উদ্যোগে একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা মাত্র তিনটি। এ কারণে স্থান সংকুলান হয় না। তাই কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও পিটিএ যৌথভাবে একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য অনুদান সংগ্রহ করেন। এ অর্থ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের পাশে সীমানা প্রাচীরঘেঁষে একটি টিনশেড শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর কমিউনিটির সহায়তায় ১০ জোড়া বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এদিকে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এসএমসিকে সঙ্গে নিয়ে

টিউবওয়েলের ব্যবহৃত নোংরা পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি সেফটিক ট্যাংক নির্মাণ করে দেন। এসব উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়ে পড়ালেখার পরিবেশ সুন্দর হওয়ায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিয়মিত হয়েছে।

সাদ আহম্মেদ

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে চক্ষুক্যাম্প স্থাপন ও শিক্ষার্থীদের চোখ পরীক্ষা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ২০১৩ সালে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। সেই থেকে ধানগড়া ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করছে। শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ করার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষায় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের নানামুখী সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এর পাশাপাশি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ জনস্বার্থে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করছে। এ ধরনের কাজের অংশ হিসেবে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের করিলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চক্ষুক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এ আয়োজনে নেতৃত্বে দেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ আল আমিন ও মমতাজ নারগিছ। ক্যাম্পে চিকিৎসক

দ্বারা কম্পিউটারের মাধ্যমে চোখের রোগ নির্ণয়সহ চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে এবং এলাকাবাসীর জন্য দশ টাকা ফি-এর বিনিময়ে চোখ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় তিনশতাধিক মানুষকে এই সেবা প্রদান করা হয়।

কমিউনিটির উদ্যোগে উদয়কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি

কমিউনিটির উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের অন্তর্গত উদয়কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে গঠিত এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাগান তৈরির পরিকল্পনা করে। এ বিষয়ে তারা শিক্ষক, এসএমসি, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করেন। সকলের মতামতসাপেক্ষে এ বিদ্যালয়ে একটি বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিক্ষক, এসএমসি ও সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে সংগৃহীত অর্থায়নে বাগান তৈরির যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। এই বাগানের সার্বিক পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এসএমসি, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিসহ সকল কমিটির সদস্যরা। এই

সুন্দর বাগান দেখে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এরকম বাগান তৈরিতে উৎসাহিত হয়েছেন।

পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় রূপে উন্নয়নের উদ্যোগ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠিত হয়। পাঙ্গাসী ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, আনন্দময় পরিবেশে শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষায় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের নানামুখী সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই ইউনিয়নের পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাকির হোসেন সরকার পাঙ্গাসী এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক ও এসএমসি'র সমন্বয়ে আলোচনার আয়োজন করেন। এতে প্রধান শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয়ে ফিমেল ওয়াশ ব্লকের পাশে একটি পৃথক মেল ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সভায় তার এ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করেন এবং পৃথক মেল ওয়াশ ব্লক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মেল ওয়াশ ব্লক স্থাপনে সহায়তা করার জন্য এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক ও এসএমসি যৌথভাবে রায়গঞ্জ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত আবেদন করেন। তাদের আবেদন ও দেনদরবারের ফলে জনস্বাস্থ্য

প্রকৌশল কর্মকর্তা এ কাজের জন্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। বর্তমানে পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেল ওয়াশ ব্লক নির্মাণকাজ চলমান। বিদ্যালয়ের শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অত্র বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় উঠার সিঁড়ি সজ্জিতকরণ ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ উপকরণ সমৃদ্ধকরণের প্রস্তুতি চলছে। প্রক্রিয়াধীন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে ঝরেপড়া রোধ করা সম্ভব হবে, শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় উৎসাহিত হবে।

মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ শাহ আলম সরকার

শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে লবিংয়ের ফলে বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে একটি আলোচনা সভা ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে উপজেলা শিক্ষা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৫ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে বক্তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা অবশ্যই এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপউস ও গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানানো হয়। 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়নকালের পরেও যে কোনো

সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক যে কোনো সহযোগিতার দরকার হলে তা প্রদান করবেন বলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা আশ্বাস দেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যাগুলো কমিউনিটি ও এসএমসি যৌথ উদ্যোগে যেভাবে সমাধান করে আসছে এজন্য শিক্ষা কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়ন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর উদ্যোগে জামালপুরের সিধুলী, জোড়খালী, ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে চারটি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বিমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলো ৯ জুলাই সিধুলী ইউনিয়নের আপউস মিলনায়তন, ১৭ জুলাই জোড়খালী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তন, ২৮ জুলাই ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তন এবং ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে ফুলকোচা ইউনিয়নের পশ্চিম হাজরাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৯৯ জন অংশ নেন, এর মধ্যে পুরুষ ৭৭ জন এবং নারী ২২ জন। সভায় বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একজন মানুষের শিক্ষা জীবনের ভিত। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সকলের সমন্বিত সহযোগিতা একান্ত

প্রয়োজন। সকলে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করলে এ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা 'প্রত্যাশা' প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও কমিউনিটির সহযোগিতা নিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় ২০ জুলাই জামালপুরের ঘোষেরপাড়া এবং ২৭ জুলাই ১৭ তারিখে ফুলকোচা ইউনিয়নে শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে দুটি সভা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি সভায় ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদ্বয় সভাপতিত্ব করেন। সভায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য, শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। এর মধ্যে ৩২ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারীসহ মোট ৪৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন। সভায় এ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি করা এবং ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিত করে শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি বরাবরে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চিহ্নিত সমস্যাগুলো শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে যদি সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। সভাপতি বলেন, প্রাথমিক

বিদ্যালয় ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সর্বদা বিদ্যালয়ের খোঁজখবর রাখা ও বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার আশ্বাস নেন।

মোঃ আবদুল হাই

কমিউনিটির উদ্যোগে কড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ

কড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫২ সালে। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ২৬৮ জন এবং শিক্ষকসংখ্যা ছয়জন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর ছিল না। তাই যে কোনো ধরনের গাছ লাগালে তা গবাদিপশু নষ্ট করে ফেলত। এলাকার জনগণ সচেতন না থাকায় এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত না থাকায় এতদিন তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। এর মধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় এবং আশ্রয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলোতে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ফলে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক কমিটিগুলো পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট সচেতন হয়েছে এবং এখন তারা বুঝতে শিখেছে যে, বিদ্যালয়টিকে আদর্শরূপে গড়ে তুলতে হলে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তাই কমিউনিটির সহযোগিতায়

কড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

জালিয়াপাড়া ললিতাবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও শহিদ মিনার তৈরি

জালিয়াপাড়া ললিতাবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়টিতে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী এবং চারজন শিক্ষক আছেন। বিদ্যালয়ে একটি খেলার মাঠ আছে। কিন্তু এখানে কোনো শহিদ মিনার ছিল না। ছিল না মাঠের চারদিকে বসার বেঞ্চ। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ কাজ করে আসছে। বিদ্যালয়ের প্রতি কমিউনিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের ফলে এবং অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে এখানকার অভিভাবকরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়েছে এবং তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। এর ফলে ৬নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম হাসান শিক্ষার্থীদের একুশের চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে জালিয়াপাড়া ললিতাবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক লাখ দশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি শহিদ মিনার এবং মাঠের

চারপাশে শিক্ষার্থীদের বসার জন্য বেঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বিমাসিক সভায় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম হাসান এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করে আসছেন।

কমিউনিটির সহায়তায় বদলে গেছে উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় বদলে গেছে উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র। বিদ্যালয়ে আগত শিক্ষার্থীদের মায়েরাই এখন প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার খোঁজখবর নিচ্ছেন। ইতোমধ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের অর্থায়নে তৈরি করেছে শিশুশ্রেণির জন্য শ্রেণিকক্ষ, স্থানীয়ভাবে বাঁশ সংগ্রহের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে বিদ্যালয়ের গেট ও সীমানা প্রাচীর, পঞ্চম শেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিকল্প শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য স্লিপ-এর অর্থায়নে একটি দোলনা স্থাপন করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি বলে দেয় বিদ্যালয়ে কতটা আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকের নিয়মিত যথাসময়ে উপস্থিতিও প্রশংসার দাবিদার। এ বিদ্যালয়ে এসএমসি ও পিটিএ সভা এবং প্রতি তিনমাস পর মা সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য এবং প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার বিশ্বাসের যোগদানের পর থেকে বিদ্যালয়টি প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতে বিদ্যালয়টিতে প্রাণচঞ্চলতা ফিরে এসেছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় বদলে যাচ্ছে বিদ্যালয়ের চিত্র।

মমতাজ খাতুন, বনশ্রী ভাণ্ডারী

বেইসলাইন প্রতিবেদন

ধানগড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্মএলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ধানগড়া ইউনিয়নের ২০১৪ সালে জরিপ কাজের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ধানগড়া ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৮,১১৯টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৭,৬৭৭টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩০,১৭৭ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ২৮,৯৬৫ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৩.৭২ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৩.৭৭ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৭,৫৫১ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৩,৫২১ জন এবং ছেলে ৪,০৩০ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৪,৩৭১ জন (মেয়ে ২,১৭৫, ছেলে ২,১৯৬)। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৪,২২৬ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ২,১১০ জন এবং ছেলে ২,১১৬ জন।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	১,৬৯২	১,৭৫৭	৩,৪৪৯	৪৯.০৬
৬ – ১২ বছর	২,১৭৫	২,১৯৬	৪,৩৭১	৪৯.৭৬
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,৬৭৬	১,৯১৮	৩,৫৯৪	৪৬.৬৩
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৭,০৩৮	৭,০৫৫	১৪,০৯৩	৪৯.৯৪
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,৫৯০	১,৮২৫	৩,৪১৫	৪৬.৫৬
৬০+ বছর	৫০৭	৭৪৮	১,২৫৫	৪০.৪০
মোট:	১৪,৬৭৮	১৫,৪৯৯	৩০,১৭৭	৪৮.৬৪

তথ্যসূত্র: ধানগড়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, জানুয়ারি ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী ধানগড়া ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ১৬৯ জন। অনার্স পাস করেছেন ৯৩ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ৩০১ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৯০২ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,৪০০ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৫৪১ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৪০৩ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৪,০২১ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৭,৯৮৪ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	২,১১৬	২,১১০	৪,২২৬	৯৬.৬৮
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু	৮০	৬৫	১৪৫	৩.৩২
মোট:	২,১৯৬	২,১৭৫	৪,৩৭১	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৬৯৮	১,৬৭১	৩,৩৬৯	৯৭.১১
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,২৬০	২,২৫১	৪,৫১১	৯৬.৫৭
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১৪৩	১৪৫	২৮৮	১৯.৭৪

তথ্যসূত্র: ধানগড়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, জানুয়ারি ২০১৪

বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ধানগড়া ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ১৪৫ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২৭ জন শিশু রয়েছে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। এরপর ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২০ জন এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৯ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৩৭ জন (মেয়ে ১৫, ছেলে ২২) প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ১৯ জন (মেয়ে ৮, ছেলে ১১) বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসাবে ৫১.৩৫ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৭৭.৭৭ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৬২.২ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ৩৩.৬ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ১.৪ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। অন্য উপজেলায় পড়ালেখা করে ২.৯ শতাংশ শিশু।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

ধানগড়া ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৮৮৩ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৪৪৪ জন এবং ছেলে ৪৩৯ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট ৮১৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৯৬ জন মেয়ে ও ৪১৮ জন ছেলে শিক্ষার্থী। তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ৮৩৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪০৭ জন মেয়ের বিপরীতে ৪২৯ জন ছেলে শিক্ষার্থী। প্রথম শ্রেণির মতো চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। চতুর্থ শ্রেণিতে ৩২২ জন মেয়ের বিপরীতে ২৭৭ জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৫১১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৯১ জন মেয়ে ও ২২০ জন ছেলে শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

ধানগড়া ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসাবে ৫৪.৮ শতাংশ। ৭টি আধাপাকা (২২.৬ শতাংশ) এবং ৭টি কাঁচা (২২.৬ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৯টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসাবে ২৯ শতাংশ। ১৪টি (৪৫.২ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৮টি (২৫.৮ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

ধানগড়া ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসাবে তা ৫৮.১ শতাংশ। ১০টি বিদ্যালয়ে (৩২.৩ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে। ২টি (৬.৫ শতাংশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু মেয়েদের জন্য টয়লেট সুবিধা রয়েছে। ১টি (৩.২ শতাংশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো টয়লেট ব্যবস্থা নেই।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	১৮	৫৮.১	ব্যবহার উপযোগী	২০	৬৪.৬
উভয়েই ব্যবহার করে	১০	৩২.৩	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	৯	২৯
শুধু মেয়েদের জন্য	২	৬.৫	ব্যবহারের অনুপযোগী	১	৩.২
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	১	৩.২	টয়লেট নেই	১	৩.২
মোট	৩১	১০০	মোট	৩১	১০০

তথ্যসূত্র: ধানগড়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, জানুয়ারি ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

ধানগড়া ইউনিয়নে ৮,১১৯টি খানায় মোট ৩০,১৭৭ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ৩২.১ শতাংশ পরিবার খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসাবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৭.১১ শতাংশ। বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের বিবেচনায় ধানগড়া ইউনিয়নের অবস্থান খুব একটা ভালো নয়। বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা খুব কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৭,৯৮৪ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে ধানগড়া ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আবদুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সমন্বয় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ১২ জুলাই ২০১৭ তারিখে অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করে। এ সভায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের ৮টি সহযোগী সংগঠন ও অভিযানের প্রতিনিধিসহ মোট ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। সমন্বয় সভার সূচনা করেন অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক। সূচনা বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে এখন 'প্রত্যাশা' প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সবাইকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ সভায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ হলো আশ্রয় ফাউন্ডেশন, আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, এসেড, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সেরা, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। এসব সংস্থার প্রতিনিধিরা ৩২টি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন।

অর্জনসমূহ

- অভিভাবকরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন,
- নিয়মিত হোম ভিজিট ও ঝরে পড়া রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে,
- হোম ভিজিটের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে,
- স্কুলে শিক্ষার্থী সমাবেশ নিয়মিত হয়,
- মা সমাবেশ ও এসএমসি সভা নিয়মিত হয়,
- শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের লবিংয়ের ফলে উপজেলা এলজিইডি'র সহায়তায় কাতলামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য ছয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে,
- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করা সম্ভব হয়েছে ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যোগাযোগের দুরবস্থা,
- শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব,
- এসএমসি'র নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ,
- এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় না থাকায় ঝরে পড়ার হার বেশি,
- প্রাথমিক বিদ্যালয় সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিখনবান্ধব না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে,
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে।

কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

বাজেটের আলোকে এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী তিন মাসের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

প্রস্তাবিত কাজসমূহ

সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানদের মতামতের ভিত্তিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রস্তাবিত কাজসমূহ:

- ওয়াচ গ্রুপের সভা উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে নিয়মিত করা উচিত,
- ওয়ার্ড পর্যায়ে উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে,
- স্কুলভিত্তিক চারটি কমিটির সমন্বয় সভা আয়োজন করতে পারলে কমিটিগুলো আরও ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে,
- শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা,
- সমন্বিত স্কুল পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা,
- মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বিষয়ে মতবিনিময়

ডিসেম্বর ২০১৭ সালের পর 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ব্যাপারে মতবিনিময় করা হয়। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত মতামত তুলে ধরেন :

- প্রায় সাড়ে চার বছর কাজের ফলে প্রত্যেক সংস্থার এই প্রকল্পের প্রতি মমত্ববোধ এবং দায়িত্ববোধ তৈরি হয়েছে। ছোট আকারে হলেও এটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- কিছু ফলোআপ কার্যক্রমের পাশাপাশি ছোট আকারে কিছু গবেষণা কাজ করা যেতে পারে।

মোঃ বেনজির শাহ্ শোভন

ভোলার চাঁচড়া ইউনিয়নে কমিউনিটির উদ্যোগে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে অবস্থিত দক্ষিণ চাঁচড়া সিকদারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করার পূর্বেই প্রধান শিক্ষক অবসরে যান। এরপর তিনজন শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয়টি চলছিল। পরবর্তীকালে সরকারিভাবে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও এর কিছুদিন পর একজন শিক্ষক দেড় বছরের জন্য প্রশিক্ষণে চলে যান। বিদ্যালয়টিতে আবারো শিক্ষকস্বল্পতার কারণে লেখাপড়ার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ছাদেক চাঁচড়া ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ সামছুল হক মাস্টারের সঙ্গে আলোচনা করে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। সভায় ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষকস্বল্পতাসহ নানা সমস্যা তুলে ধরেন। এ সভায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার কথা চিন্তা করে বিদ্যালয়ে একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এবং কমিউনিটির অর্থায়নে প্যারা-শিক্ষকের সম্মানী প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রধান শিক্ষকের

আন্তরিকতা ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে এখন লেখাপড়া পুরোদমে চলছে। প্রধান শিক্ষক বলেন, আগামী সমাপনী পরীক্ষায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জিপিএ ৫-সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

হারুন উর রশীদ, মোঃ জাকির হোসেন

‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের সমাপনী খানাজরিপ কর্মসূচি

‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্ম এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বেইসলাইনের সঙ্গে নির্ধারিত নির্ণায়কের আলোকে কী কী অগ্রগতি হয়েছে তা পরিমাপ ও তুলনামূলক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সমাপনী খানাজরিপ করা হয়। জুলাই মাসব্যাপী সমাপনী খানাজরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। এ কাজে ৮টি সহযোগী সংস্থায় ৯৭৬ জন ভলান্টিয়ার এবং ১২৮ জন সুপারভাইজার কাজ করেছে।

উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান ডিএফআইডি'র সহায়তায় ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থা জানার জন্য বেইসলাইন সার্ভে করা হয়েছিল।

সমাপনী খানাজরিপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- নির্ধারিত নির্ণায়কের আলোকে ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ;
- ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের কোন ধরনের কাজের ফলে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা চিহ্নিত করা;
- ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরা;

গাইবান্ধায় ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের সমাপনী খানাজরিপ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি

- প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কিছু উপায় চিহ্নিত করা।

সমাপনী খানাজরিপের আওতায় যেসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা হলো:

- ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের ওরিয়েন্টেশন আয়োজন,
- প্রকল্প এলাকাগুলোতে খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ,
- সুপারভাইজারদের মাধ্যমে তথ্যের গুণগত মান যাচাই এবং
- অভিযানের কর্মীদের মাধ্যমে তথ্যের গুণগত মান যাচাই করা হয়।

সংগৃহীত তথ্যগুলো কম্পিউটারে এন্ট্রি'র কাজ চলছে। এ কাজ শেষে সমাপনী খানাজরিপের চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।

মোঃ বে-নজির শাহ্ শোভন

‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের সমাপনী খানাজরিপ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে ২১ জুলাই ২০১৭ তারিখে উদয়ন চত্বরে ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের সমাপনী খানাজরিপ বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উজ্জ্বল কুমার ঘোষ, গজারিয়া ইউপি'র চেয়ারম্যান শামছুল আলম, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার পরিতোষ চন্দ্র সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গজারিয়া, ফুলছড়ি, সাঘাটা ও মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক, জরিপ কাজে যুক্ত ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজার এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। এ মতবিনিময় সভায় গাইবান্ধার গজারিয়া, ফুলছড়ি, সাঘাটা ও মুক্তিনগর ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ এলাকার সমাপনী খানাজরিপের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। অতিথিবর্গ ও উপস্থিত অংশীজনরা সমাপনী খানাজরিপ প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বলেন, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপ ও এই বছরের সমাপনী জরিপের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করেছে। এতে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল পরিলক্ষিত হয় মুক্তিনগর ইউনিয়নে। এর পিছনে একটি কারণ রয়েছে। যারা নেতৃত্ব দেন তারা যদি শিক্ষানুরাগী না হন তাহলে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। আপনাদের বুঝতে হবে কাদের দায়িত্ব দিলে এই কাজগুলো সুসম্পন্ন হবে। আশা করি

আপনারা বিষয়গুলো মনে রাখবেন। আমরা একটা কথা বলি, শিক্ষক মোরা শিক্ষক, ধরণীর মোরা দীক্ষক, মানুষের মোরা পরম আত্মীয়। কিন্তু আমরা শিক্ষকরা মানুষের আত্মীয় হতে পারিনি, দীক্ষকও হতে পারিনি। তাহলে শিক্ষার মান উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব হবে। প্রথমবার এমপি হওয়ার পর আমি নিজে উপস্থিত থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। যদি সঠিকভাবে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারি, তাহলেই মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব। এখন শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি অন্যরকম, তারপরও পাঠদানে অনেক ঘাটতি থেকে যায়। আমরা শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক আর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সবাই যদি সচেতন হই, তাহলেই একটি মানসম্মত শিক্ষা উপহার দেওয়া সম্ভব।

রিতি আক্তার

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার ‘প্রয়াস’ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd